উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান ,সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ , ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং- ১৩
তারিখ-১৪/০৮/২২

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। নথি আদেশের জন্য নেওয় হলো।

১৭/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী প্রতিপক্ষ কতৃর্ক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য এই, নালিশী আর এস রেকর্ডী মূল মালিক ছিলেন আছমত আলী গং। খরিদ পরম্পরায় পরবর্তীতে মালিক হন শরীয়ত উল্লাহ গং। তাদের নামে পি.এস ও বি এস জরিপ হয়। উক্ত শরিয়ত উল্লাহ গং মরনে বাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। এভাবে ১-২০ নং বিবাদী নালিশী ভুমিতে পৈত্রিক ও মৌরশীসূত্রে ভোগদখলকার হন। অপরদিকে, বি এস রেকর্ডী ১-৭ নং বিবাদীদের পিতা মোশাররফ আলীর নালিশী ভুমিতে কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই। তিনি অনুমতি দখলকার মাত্র। বিগত ১৫/১০/২০২১ ইং তারিখে বিবাদীগণ নালিশী ভুমিতে বাদীর ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি করায় ও সেখানে গৃহাদি নির্মানের হুমকি প্রদর্শন করায় বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ বাধ্য হয়ে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন।

অপর দিকে ১-৭ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য এই,

নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডী মালিক আছমত আলী গং। তাদের মধ্যে মিন্নত আলী নালিশী ১৭০০ দাগে ৪২ শতক ভুমি এককভাবে প্রাপ্ত হন। মিন্নত আলী মরণে কন্যা নুরুচ্ছফা মালিক হয়ে গত ০২/১১/৫৫ তারিখে পাট্টামূলে মোশারফ আলীর স্ত্রী ছবেয়া খাতুন বরাবর হস্তান্র করেন। আর এস রেকর্ডী আছমত আলী মরনে কন্যা দিলজান ওয়ারীশ থাকে। মোশারফ আলী দিলজানের পুত্র। এভাবে বিবাদীগনের পূর্ববতী মোশারফ ও ছবেয়া খাতুন নালিশী সম্পত্তি মৌরশী ও পাট্টামুলে ভোগদখলকার ছিলেন। বিবাদীগনের পূর্ববর্তীর নামে বি এস জরিপ ভুল হওয়ায় অপর ২৮/২০১০ মামলা আনয়ন করেন। সেই মামলার আক্রোশে বাদীপক্ষ হয়রানী করার উদ্দেশ্যে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

উভয়পক্ষের কেস ও দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ বিবাদীদের পূর্ববর্তী মোশাররফ আলীকে নালিশী সম্পত্তিতে অনুমতি দখলকার হিসাবে সাব্যস্থ করিলেও মোশারফ আলী মূলত আর এস রেকর্ডী আছমত আলীর দৌহিত্র মর্মে বাদীপক্ষ দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষ কথিত ছবেয়া খাতুন নামীয় পাট্রা দাখিল না করলেও আর এস ও বি এস রেকর্ড পর্যালোচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীদের পূর্ববর্তী মোশাররফ হোসেন এর স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক বিবেচনায় অত্র আদালত এরুপ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, মামলার এ পর্যায়ে বাদীপক্ষ আপাত Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকুলে এবং অত্র

নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ১৭/১১/২০২১ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
ডসনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম